বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

সম্পাদকীয়

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন- বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা সহায়তা কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে এসে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ০২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রিজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়| পরবর্তীতে ০৪ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে গত এপ্রিল-জুন-২০১১ সময়কালের বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|

বিএনএফ এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটে গুলশানের “লেক শোর হোটেল এন্ড এপার্টমেন্টস”-এর ইকেবানা হল রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস|

৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন অবলোকন করছেন|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস সভাপতিত্ব করেন|

সভায় ফাউন্ডেশনের বিগত বছরের কার্যক্রমের উপর প্রণীত প্রতিবেদন গ্রহণ, ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিটর নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে| তাছাড়া বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং ফাউন্ডেশনের আর্থিক নির্দেশিকা (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানুয়াল) এবং চাকুরেদের চাকুরী বিধিমালার কতিপয় সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে| সর্বোপরি সভায় ২০১১-১৩ সময়কালের জন্য পরিচালনা পরিষদের ৬ (ছয়) জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন|

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

গত জুলাই ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৩টি সভায় ৯১টি এনজিও-কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তির চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেকগুলো হস্তান্তর করেন|

গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র

বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য পুরণে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন| এ লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চালু করা হয়েছে ১৫টি গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র| এসব তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর কারিগরী সহায়তায়

কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে| সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পিছিয়ে পড়া জনগণের নিকট তথ্য প্রযুক্তি পৌঁছানোই এ তথ্য কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য| এ তথ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী ইউনিয়নের কুপতলা গ্রামের 'কুপতলা গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র'|

কেন্দ্রটি স্থানীয় জনগণকে বিভিন্নভাবে সহয়তা প্রদান করছে| গত ১(এক) বছরে কেন্দ্রটি প্রায় ৫,০০০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা দান করেছে| স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পি উটার প্রশিক্ষণ, পরীক্ষার ফলাফল দেখা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিষয়ক তথ্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রটি সহযোগিতা প্রদান করছে| ল্যাপটপে পর্যন্ত তারা ৬৪ জনকে কম্পি উটার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| ল্যাপ্টপের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের ইভটিজিং, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক প্রথা নিরোধ, শিশু অধিকার, স্বাস্থ্য, প্রজননতন্ত্র, এইডস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষামূলক পরামর্শ ও ভিডিও প্রতিবেদন দেখানো হয়|

কৃষকদের বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও তথ্য প্রদান, কৃষি ভর্তুকি, কৃষি ঋণ, কৃষকের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা বিষয়ক তথ্য, ফসলের পোকা দমন ও গাছের বিভিন্ন রোগ সম্প র্কে তথ্য ও প্রতিকারের উপায় বিষয়ে তথ্য প্রদান করছে| তাছাড়া মাছ চাষ, মাছের ভাল জাতের পোনা, রোগ-বালাই, পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রদান করছে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন চাকুরীর খবরাখবর, অনলাইন চাকুরীর দরখাস্ত, কম্পোজ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশে কথা বলা, ই-মেইল ইত্যাদি বিষয়ে সেবা প্রদান করছে|

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সরুলিয়া, মাগুরা ও জালালপুর ইউনিয়নের দরিদ্র ও হতদরিদ্র প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে 'নব জীবন' নামক এনজিও| সংস্থাটি ৬৪ জন প্রতিবন্ধীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ যথা: হুইল চেয়ার, এ্যালুমিনিয়াম ক্রাচ ও সাদা ছড়ি বিতরণ করেছে| তাছাড়া স্কুল/কলেজ ক্যাম্পে ইন ও নারী এবং সামাজিক উদ্যোক্তা দলের মিটিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে|

নব জীবন নামক সংস্থাটি সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে নিবন্ধিত হয়ে সাতক্ষীরা জেলার সদর ও তালা উপজেলায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে| সংস্থাটি ০১/০৯/২০০৯ থেকে ০১/০৬/২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে দু'দফায় ২(দুই) লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সংস্থাটি ৬৪ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১২ জন পঙ্গু প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার, ২২ জনকে এ্যালুমিনিয়ামের ক্রাচ ও ৩০ জন অন্ধ প্রতিবন্ধীর মধ্যে সাদা ছড়ি বিতরণ করেছে| সংস্থাটি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অধিকার ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৮টি নারী ও সামাজিক উদ্যোক্তা দলের মিটিং এবং ২০টি স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পে ইন করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫,০০০ জন এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে|

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে থেতরাই ইউনিয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামক সহযোগী সংস্থা কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায় নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে| সংস্থাটি নদী ভাঙ্গন ও চর এলাকার হত দরিদ্র, অসহায়, বিধবা ও তালাক প্রাপ্ত নারীদের তাঁতসূচী, এমব্রয়ডারী, নকশী কাঁথা, সুয়েটার, মাফলার ও দর্জি সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করে তুলছে|

প্রথম কিস্তির অনুদানের তার্ত সুচী এমব্রডারী প্রকল্পের ছবি

প্রথম কিস্তির অনুদানের হাতের কাজ নকসী কাথার প্রশিক্ষণ এর ছবি

উপকারভোগীরা এখন নিজেরা চলাফেরা করছে, কেউ কেউ আবার উপার্জনে সক্ষম হয়েছে| সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও মিটিং এর ফলে অনেকে তাদের সহযোগিতা করছে এবং ছেলে মেয়েরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করছে, যার ফলে তাদের অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে| প্রতিবন্ধীদের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রেজাউল করিম, তালা উপজেলা চেয়ারম্যান ঘোষ সনৎ কুমার, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অধ্যক্ষ বৃন্দ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ| তাঁরা সবাই এই কার্যক্রমে সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং ‘নব জীবন’ ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন|

সংস্থাটি বিএনএফ থেকে এ পর্যন্ত তিনটি কিস্তিতে ৪ (চার) লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| অনুদানের অর্থে তারা এ পর্যন্ত ১০৪ জন মহিলাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| এদের মধ্যে ১৬ (ষোল) জন মহিলা তাঁতসূচী প্রকল্পের প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যার বেশী ভাগ বিভিন্ন গার্মেন্টসে চাকুরি পেয়েছেন| এমব্রয়ডারী ও নকশী কাঁথা সেলাই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫৪ জন মহিলা সৌদি আরব এর একটি এজেন্সীর অর্ডার পেয়ে টুপি, ওয়ালম্যাট, কুশন, কাভার, ফতুয়া পাঞ্জাবী ও থ্রীপিচ তৈরি করে রপ্তানী করছেন| এতে তাঁদের সংসারে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে| সুয়েটার ও মাফলার এবং মোজা তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১২ (বার) জন মহিলা এখন ঢাকার বিভিন্ন সুয়েটার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকুরী পেয়েছেন| সেলাই প্রশিক্ষণে ২২ (বাইশ) জন মহিলাকে ১২০ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ১ (এক) টি করে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে| তাঁরা বিভিন্ন অর্ডারের মাধ্যমে কাজ করে বাড়িতে বসেই প্রতি দিন ২০০-২৭০ টাকা রোজগার করছেন|

দর্জি সেলাই প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের আর্থিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে| তাঁরা নিজের উপার্জনে চলতে পারছেন| পুরুষের পাশাপাশি তাঁরা আয় করতে শিখেছেন | ফলে পরিবার ও স্বামীর নিকট তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে| তাঁরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হচ্ছেন| এলাকায় পারিবারিক নির্যাতন ও তালাকের হার কমেছে| তাঁদের কেউ কেউ উর্পাজনের টাকায় হাঁস, মুরগী ও গবাদীপশু পালন শুরু করেছেন| সমাজে তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে|

হাতের কাজ নকসী কাথাঁ সেলাই প্রশিক্ষণ ।

শীতবস্ত্র ছুয়েটার,মাপলার,মুজার প্রশিক্ষণ

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের ৫৪তম সভা

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৫৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৫৪তম সভায় ফাউন্ডেশনের আর্থিক নির্দেশিকার খসড়া আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হয় এবং আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুদান প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়|

জলবায়ু পরিবর্তন উপযোগী কৃষি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দরিদ্র, হত-দরিদ্রদের অধিকার আদায় ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং আধুনিক/টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলার 'সুশিলন' নামক সহযোগী এনজিও কাজ করে যাচ্ছে| সুশিলন ইতোমধ্যে বীজ উৎপাদনের জন্য তার সক্ষমতা প্রমাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে বীজ উৎপাদনের লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে| আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী প-ট ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতন করা হয়| তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান প্রাপ্ত হয়ে সুশিলন সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগী কৃষি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে|

সুশিলন নামক এনজিওটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান পেয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কৃষি ব্যবস্থাপনা খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে| সংস্থাটি স্থানীয় কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, স্থায়িত্বশীল কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| তাছাড়াও সংস্থাটি বিনামূল্যে বীজ বিতরণ, প্রদর্শনী প-ট তৈরী, ছবি, নাটক প্রদর্শনী, উপজেলা পরিষদ সভা, ইউনিয়ন পরিষদ সভা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করছে|

বিএনএফ এর অনুদান প্রাপ্তির প্রথম বছরের কার্যক্রম বিশে-ষণ করে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে কৃষকগণ সচেতন হয়েছে| তারা বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি ও ক্ষেতে ধান চাষে বেশী আগ্রহী হয়েছে| আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ করায় তাঁদের উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে| সংস্থাটি ৪টি প্রদর্শনী প-ট তৈরী করেছে| ফলন ভালো হওয়ায় প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করা হচ্ছে| অন্যান্য কৃষকরাও সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিচ্ছে| ছবি ও নাটক প্রদর্শনের ফলে এলাকার জনগণের কাছে সহজেই পরিবর্তনের উপযোগী কৃষি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে| কৃষকগণ বোরো ধানের চাষ পদ্ধতি, মাটি ও পানি পরীক্ষা, জৈব সারের ব্যবহার ও জমিতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন| লব্ধ জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন| উপজেলা সভা ও ইউনিয়ন পরিষদ সভার মাধ্যমে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে| ফলে তাঁরা কৃষি ক্ষেত্রে সরকারী সুবিধা ও আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন |

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে পড়বে| এ কর্মসুচির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আগামীতে কৃষি ব্যবস্থাপনা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা পাওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা তাঁদের জন্য সহজতর হবে|

পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ী পরিবারসমূহের সাফল্য

“আশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র” পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা| সংস্থাটি উপজাতীয় মহিলাদের আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত| ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ধারাবাহিকভাবে ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তিতে মোট ৫ লক্ষ টাকার অনুদান গ্রহণ করে রাঙ্গামাটি জেলার প্রত্যন্ত উপজেলা নানিয়ারচরে তাদের কর্যক্রম বাস্তবায়ন করছে| পাহাড়ী পরিবারসমূহ পাহাড়ে মাশরুম, হাঁস-মুরগী পালন, কোমড় তাঁত, বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ ও ফলদ গাছের চারা রোপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে|

সংস্থাটি প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থে ৬০ জন উপজাতি মহিলাকে তাঁত বোনার প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রত্যেককে ২টি করে তাঁত বিনামূল্যে প্রদান করে | কাপড় তৈরির নিমিত্তে ৬০ জন মহিলার প্রত্যেককে ১,০০০(এক

হাজার) টাকা হারে প্রদান করা হয়| সংস্থাটি তৃতীয় কিস্তির অনুদানে নানিয়ারচর ইউনিয়নের খামারপাড়া, নোয়াদম, টি এন্ড টি বাজার, ছয় কুড়ি বিল ও পাতাছড়ি গ্রামের ১০০ জন উপজাতি মহিলা উপকারভোগীর মধ্যে ৬০ জনকে মাশরুম চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও কোমড় তাঁত এর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে|

সংস্থাটি আগামী বছরের মধ্যে আরও ৪০ জন উপকারভোগীকে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে| কর্ম এলাকায় একটি উপজাতীয় বস্ত্র দোকান স্থাপন করা হবে এবং একটি উপকারভোগী কমিটি গঠন করা হবে যারা দোকান পরিচলনা করবে|প্রস্তাবিত আউটলেট সেন্টারে উপকারভোগীদের সকল উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা হবে|

বর্তমানে প্রকল্প এলাকার পাহাড়ী পরিবারসমূহ চাষকৃত তাজা মাশরুম পেয়ে বেশ খুশী| মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণে মাশরুমের গুণাগুণ, চাষাবাদের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো হয়| স্বল্প শ্রমে পারিবারিক ভিত্তিতে আধুনিক পদ্ধতিতে মাশরুম সংগ্রহ করে বাজারজাতকরণ ও মাশরুম এর রকমারি ব্যবহার সম্পর্কে জেনে একদিকে অনেকেই মাশরুম চাষে আগ্রহী হচ্ছেন আবার এলাকায় ভোক্তাও তৈরি হচ্ছে| সনাতন পদ্ধিতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন করে তাঁরা অধিক লাভবান হচ্ছেন| পাহাড়ী এলাকায় শাক-সবজির পাশাপাশি তাঁরা ফলদ গাছের চারা রোপন করেও প্রতি মৌসুমে অধিক টাকা আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন|এতে প্রতিটি পাহাড়ি পরিবার আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে|

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সহযোগী অধ্যাপক কে অন্তর্ভুক্ত করত ১৮ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৮১৬টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| তন্মধ্যে ১২৩টি সহযোগী সংস্থাকে দ্বিতীয়বার পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| ৮১৬টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে ঃ

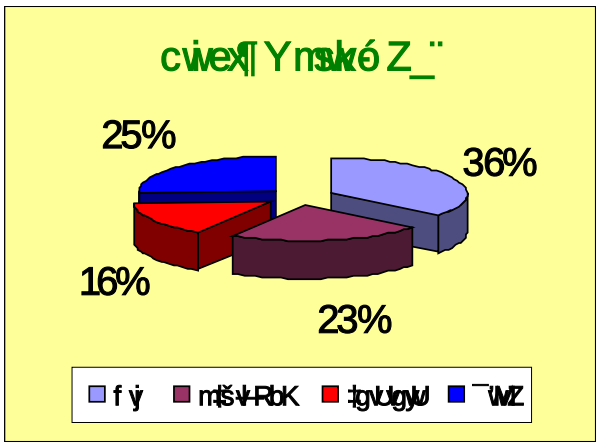

আশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে বীজ ও উপকরণাদি বিতরণ, পরিদর্শন ও মতবিনিময়ে বিভিন্ন সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মিঃ ঊষাতন তালুকদার, নানিয়ারচর উপজেলার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বাবু কুমেন্দু বিকাশ চাকমা, নানিয়ারচর কলেজের অধ্যক্ষ, নানিয়ারচর ইউপি চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ| তাঁরা বলেন যে, গরীব উপকারভোগীদের ভাগ্য ও পরিবারের উন্নয়নে অত্র সংস্থার কার্যক্রম জোরালো ভূমিকা রাখছে| তাঁরা এ উদ্যোগকে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও আশিকার ভুয়সী প্রশংসা করেন|

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের লক্ষীপুর জেলা সফর

১৭ আগস্ট ২০১১ তারিখ সকাল ০৮-০০ টায় অফিসের জীপ যোগে লক্ষীপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে বেলা ০২-০০ টায় লক্ষীপুর সার্কিট হাউসে পৌঁছান এবং অবস্থান করেন| কিছুক্ষণ বিরতির পর বিকেল ০৪-০০ টায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা "সোসাইটি অব এনভায়রনমেন্ট রাইটস জেন্ডার এন্ড ইকোনোমি (সার্জ)" নামক সহযোগী সংস্থার অফিস পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার কার্মকর্তা ও প্রকল্প সংশি-ষ্ট কর্মীদের সঙ্গে বিএনএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| সংস্থাটি স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে|

১৭ আগস্ট ২০১১ তারিখ রাত ০৯-০০ টায় সার্কিট হাউসে লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক জনাব এ.কে.এম. মিজানুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন| তাঁকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এবং এর সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ফাউন্ডেশনের কোন সহযোগী সংস্থা যদি তাঁদের কোন সহায়তা চান তবে সহয়তা প্রদানের অনুরোধ জানান| একই সঙ্গে তাঁকে মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের সময় অত্র ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান|

১৮ আগস্ট সকাল ১০-০০ টায় লক্ষ্মীপুর সদরে অবস্থিত "**শিশু ও নারী উন্নয়ন সংস্থা (ঈউউ)**" কার্যালয়ে লক্ষীপুর জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৬ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলাপ শেষে দুপুর ১২-০০ টায় "গণ-উন্নয়ন সোসাইটি" নামক সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে রায়পুর উপজেলার খাসের হাট নামক স্থানে যান| সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে "নিরাপদ পানি পান এবং স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার" বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে| এরপর বেলা ০২-০০ টায় কাফিলা তলায় অবস্থিত "গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস)" নামক সহযোগী সংস্থার অফিস পরিদর্শন করেন| কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থার কর্মীদের আরও আন্তরিক হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান| তিনি ১৯ আগস্ট ২০১১ তারিখ সকাল ০৮-০০ টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে লক্ষীপুর ত্যাগ করেন এবং বেলা ০২-১৫ টায় ঢাকায় পৌঁছান|

আদিবাসী অমলের সফলতার কাহিনী

শ্রী অমল চন্দ্র বর্মন একজন ভেষজ ডাক্তার| তাঁর ওষুধ বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে তৈরি| প্রকৃতিই তাঁর ওষুধ উৎপাদন কারখানা| গ্রামে মানুষের কাছে যিনি ডাক্তার হিসবে পরিচিত তাঁকে এই পরিচয় এনে দিয়েছে একটি এনজিও,

যার নাম ‘গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস)’| গ্রাউস ‘বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের’ অর্থায়নে মুক্তাগাছার দুর্গম ও অনুন্নত এলাকায় কাজ করছে|

শ্রী অমল চন্দ্র বর্মন, পিতা মৃত যাদব চন্দ্র বর্মন, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তগাছা উপজেলার দুল-া ইউনিয়নের ছালড়া গ্রামের বাসিন্দা| গ্রামের মান্দাইপাড়ায় ২১টি কোচ সম্প্রদায় বাস করে| সকল পরিবারই দিন মজুর ও বাঁশ বেতের কাজের উপর নির্ভরশীল| সেখানে শিক্ষার হার খুবই কম| তারা অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়ায়| এই পাড়ার সব পরিবার চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে| তাদেরই একজন শ্রী অমল চন্দ্র বর্মন| পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর সম্প ত্তি বিভিন্ন পন্থায় ভূমি দস্যুদের হতে চলে গেছে| দুটি সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটত তাঁর| অবহেলিত কোচ সম্প্রদায় হিসেবে কোথাও তার সামাজিক মর্যাদা ছিল না| অমল এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজ করছিলেন|

গত এপ্রিল ২০০৯ সালে তিনি জানতে পারেন যে, গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস) ১০০ জন আদিবাসীকে ঔষধি গাছ-গাছড়ার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে ও বিনামূল্যে গাছ বিতরণ করবে| তিনি সংস্থাটির সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হন| তিনি ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ভাতা হিসেবে ১৪০০ টাকা ও বিনামূল্যে ঔষধি গাছ পান| তিনি বিভিন্ন বন জঙ্গল থেকে আরও ভেষজ গাছের চারা সংগ্রহ করেন| তিনি একটি ভেষজ বাগান গড়ে তোলেন যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়| তিনি ভেষজ চিকিৎসা শুরু করেন| এলাকাবাসীর রোগবালাই নিরাময়ে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখছেন| ভেষজ ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ অবদান রাখছেন এই অবহেলিত আদিবাসী অমল চন্দ্র বর্মন| গ্রামবাসীর কাছে তিনি এখন ডাক্তার নামে পরিচিত| বর্তমানে তিনি প্রতি মাসে গড়ে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা আয় করেন| সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রাম্য সংগঠনের সাথে উচ্চ পর্যায়ে সম্প্ৃক্ত| অমল ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নাম করা হেকিম হতে চান|

জনাব অমল বর্তমানে ৬ শতাংশ জমির উপর ভেষজ বাগান প্রতিষ্ঠা করেছেন| এ বাগানে বর্তমানে ১০০ প্রজাতির ঔষধি গাছ-গাছড়া রয়েছে| বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বাসবভনে কর্মরত একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর বাগান দেখে মুগ্ধ হন| জনাব অমল গ্রামবাসীর কাছে হয়ে উঠেছেন অনুপ্রেরণার উৎস| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মুক্তাগাছার দুর্গম ও অনুন্নত এলাকার পশ্চাৎপদ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমিকা রেখে চলেছে গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস)|

আয়বর্ধক কর্মসুচি ও হোমিও চিকিৎসা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে 'স্বাস্থ্য সেবা ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' নামক সহযোগী সংস্থা যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ১১নং চালুয়াহাটি, ১২নং শ্যামকুড় ও ১৩নং খানপুর ইউনিয়নে দরিদ্র ও হত দরিদ্র পরিবার, বিশেষ করে মহিলা প্রধান হত-দরিদ্র পরিবার (যাদের স্বামী নেই বা স্বামী পঙ্গু/অক্ষম) সে সব মহিলা ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে|

সংস্থাটি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার আওতাধীন ১১ নং চালুয়াহাটি, ১২ নং শ্যামকুড় ও ১৩ নং খানপুর ইউনিয়নে বিএনএফ এর অনুদানের অর্থে হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে হাঁস-মুরগি বিতরণ, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে মাছের পোনা বিতরণ, কালচার নার্সারী প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে ফল গাছের চারা বিতরণ এবং মা ও শিশুর প্রাথমিক হোমিও চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ কর্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে|

সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে দুই বছরে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান গ্রহণ করে| সংস্থাটি দুই বছরে ৪০ জন মহিলাকে ৫দিনের প্রশিক্ষণ শেষে একটি করে হাঁস ও মুরগী বিনামূল্যে প্রদান করেছে| ৪০ জন পুরুষকে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে| প্রশিক্ষণ শেষে ৪০ জন চাষীকে ১০০টি করে মাছের পোনা প্রদান করা হয়েছে| প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাষীরা তাদের আশপাশের লোকদের মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করছে, ফলে এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে| সংস্থাটি ৪০ জন মহিলাকে ০৫ দিনের কালচার নার্সারী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ মহসীন কবির ০৫ দিনের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন|

প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ৫টি করে ফলদ গাছ, যেমন- উন্নত মানের আমের কলম এবং পেয়ারা ও কাঁঠালের চারা প্রদান করা হয়েছে| সেই গাছে এখন ফল ধরতে শুরু করছে | প্রশিক্ষণ নিয়ে চাষীরা নিজ উদ্যেগে চারা লাগাচ্ছেন এবং আশেপাশের অনেক লোকদেরকে গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করছেন|

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায়ঃ মুহম্মদ আবু তাহের খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক|

প্রাথমিক হোমিও চিকিৎসায় বিগত দুই বছরে তিনটি ইউনিয়নে প্রায় ১০,০০০ দরিদ্র রোগী বিশেষ করে নারী ও শিশু সেবা পেয়েছে এবং বিনামূল্যে ঔষুধও পেয়েছে| যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলার বন্যা দূর্গত এবং স্থায়ী জলাবদ্ধ এলাকার গরীব অসহায় মানুষেরা টাকার অভাবে চিকিৎসা সেবা নিতে

পারে না | এ সমস্ত দরিদ্র পরিবারের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে এবং দরিদ্র পরিবরাগুলোর অনেক জটিল ও কঠিন রোগ ভাল হচ্ছে| ফলে কর্ম এলাকায় এহেন চিকিৎসা সেবা ব্যাপক প্রচার ও প্রশংসিত হয়েছে| এভাবে নিজ গ্রামে বিনামূল্যে হোমিও চিকিৎসা পেয়ে রোগীরা খুবই আনন্দিত| বর্তমানে ৩য় কিস্তির অনুদানের টাকায় চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে| এতে এলাকার মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছে|

বুক পোস্ট

বিএনএফ নিউজ লেটার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২|

ফোনঃ 88-02-9888116, 9880230, 9883139

ফ্যাক্সঃ 88-02-8837149

ই-মেইল: bnf@ ngofoundation.org.bd

ওয়েব : www.ngofoundation.org.bd